টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্শন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা চৈত্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 17th Mar. 1971 | ৪২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে। রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরানোর পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না। জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

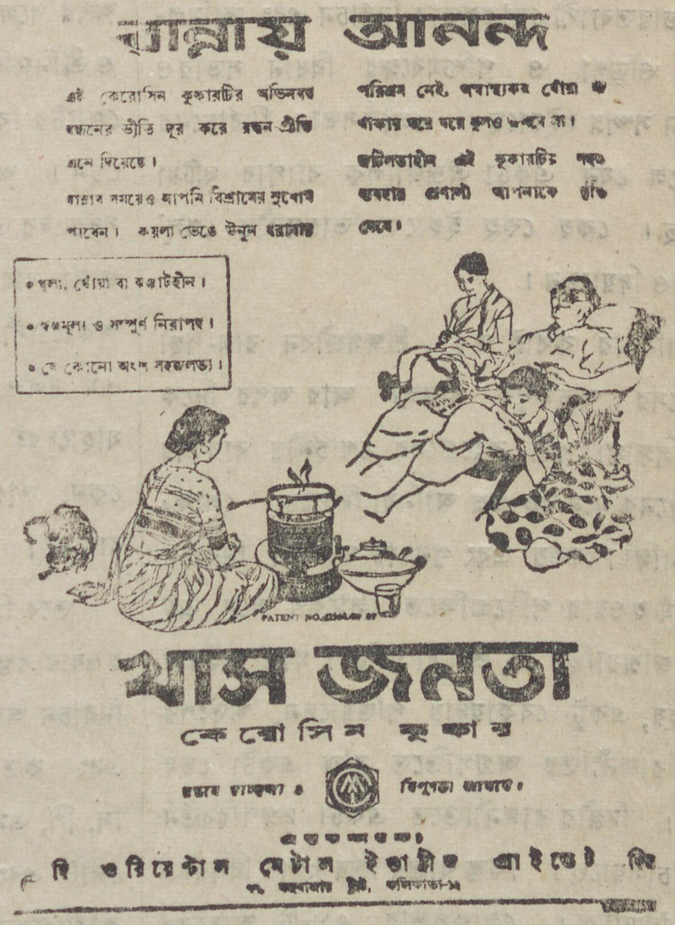

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
মজবুত টেকসই ও নিপুণতা আধার।
প্রস্তুতকারক
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ
১৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম কার্ডের বিরাট সমাবেশ।
শুভ বিবাহ
॥ পণ্ডিত প্রেস ॥
রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ কিং তয়া ক্রীয়তে ধেন্বা ॥

গত বুধবার পশ্চিমবঙ্গের জনগণ নির্ভয়ে তাঁহাদের ভোট দিয়াছেন। বহু বিতর্কিত এবং বহু বিড়ম্বিত সারা ভারতব্যাপী লোকসভার নির্বাচন এবং তামিলনাড়ু, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভারও নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে 'ভানুমতীর খেল' আখ্যাও দিয়াছেন।

ভাবিবার কথাই ত। শ্রীজগজীবন রাম-পন্থী কংগ্রেসের অভূতপূর্ব সাফল্য আর অপর দিকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা পন্থী কংগ্রেসের শোচনীয় ব্যর্থতায় নানা জনের মনে বহু প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং পুনরায় মধ্যবর্তী নির্বাচন অনিবার্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে লোকের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এইবার বোধ হয়, একটু বেকায়দায় পড়িয়াছেন, অতঃপর তাঁহার রাজনীতির অগ্রগতিতে বুঝি একটা ছেদ পড়িল। দিল্লীর রাজনীতিতে একটা দৃশ্যপরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। লোকসভার ৫১৮টি আসনের ৩৫০টি আসন পাইলেন শ্রীজগজীবন রাম-পন্থী কংগ্রেস। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। তাই তাবৎ রাজনীতি[illegible] মস্তক কণ্ডুয়ণ করুন এবং গণ্ডুলগ্নকর হইয়া [illegible]বুন ইহা সত্যই ভেল্কি কিনা। 'কিঁউ অ্যায়সা হুয়া?' ইহার উত্তর খুঁজিতে থাকুন। জনগণের রায় শ্রীমতী ইন্দিরা পাইয়াছেন। ব্যাঙ্করাষ্ট্রীকরণ, রাজন্যভাতা বিলোপ নীতির তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও শুধু 'গরিবি হঠাও'—এই শ্লোগান আজ তাঁহাকে এতখানি মর্যাদার অধিকারিণী করিয়াছে বলিলে ভুল হইবে না। শ্রীমতী গান্ধী বলিয়াছেন যে, দেশের জন্য এইবার সত্যই একটা কিছু করিতে হইবে। দেশবাসীও তাহাই চাহেন, এতদিন তিনি হয়ত বিস্ফোরণের মুখে ছিলেন; এখন আর সে বিপদ নাই। অতএব তাঁহার নিকট দেশ অনেক কিছু আশা করে।

আশা করে পশ্চিমবঙ্গও। কারণ এখানকার পরিস্থিতি যে তিমিরে সেই তিমিরে। বিধানসভার নির্বাচনে এখানে কোন দল বা কোন জোট নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীজগজীবন রাম-পন্থী কংগ্রেস পাইয়াছেন ১০৫টি আসন, অপর পক্ষে সি, পি, এম পাইয়াছেন ১১১টি। বাংলা ও শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা-পন্থী কংগ্রেস এবং আট ও ছয় জোটের কিছু কিছু শরিকদল বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। আজ মঙ্গলবার। নব কংগ্রেস বিধানসভা সদস্যদের এক জরুরী বৈঠক হইতেছে। সংবাদে জানা যায় যে, কংগ্রেসের সহিত আর কয়েকটি অকংগ্রেসী দল ভিড়িতে পারেন। আবার সি, পি, এম দলও কোন কোন দলকে পাশে পাইবেন। যাহাদেরই কোয়ালিশনে সরকার গঠিত হউক না কেন, তাহা ধোপে টিকিবে কিনা এখনই বলা যায় না।

তবে কি এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম? রক্তস্নানের মধ্য দিয়া যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল, তাহার স্থিতিশীলতা কতদূরে এবং কতদিনে? অবশ্য সরকার গঠনের জন্য সি, পি, এম প্রভাবিত সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট, আট জোট এবং তিন কংগ্রেস নানা প্রকারের চেষ্টা করিতেছেন। রাজ্যপাল যে কোন পক্ষেরই হউক না কেন, ১৩৯টি সদস্য সংখ্যা না পাইলে সরকার গঠনের সম্মতি দিবেন না বলিয়াই মনে হয়। তবে কি রাষ্ট্রপতির শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা অপর কোন ব্যবস্থা? তাহা হইলে নির্বাচনের কি প্রয়োজন ছিল? রক্তের হোলিখেলা এখনও চলিতেছে।

বোমা বর্ষণ

গত ১১ই মার্চ্চ রাত্রি ১০টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় জঙ্গিপুর বিধানসভার নির্দল প্রার্থী জয়ন্ত দাসকে লক্ষ্য করে কে বা কাহারা বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি তার গায়ে না লেগে মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়। বোমার টুকরায় জয়ন্ত দাস ও তার কয়েকজন সঙ্গী সামান্য আহত হন। বোমার শব্দে আশেপাশের লোক এসে ঘটনাস্থলে হাজির হন। ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদাস উক্ত খবর মহকুমা-শাসক অফিসে জানালে কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিটারী ঘটনাস্থলে আসে। লোকের ধারণা বোমাটি শ্যামরায় ঠাকুরবাড়ীর দিক থেকে আসে। ভাঙা-চোরা ঠাকুরবাড়ী খানাতল্লাসী করে কিছু পাওয়া যায় নি। উক্ত ঘটনায় কেহ গ্রেপ্তার হয় নি বলে প্রকাশ।

মধ্যবর্ত্তী নির্বাচনে জঙ্গিপুর থেকে যাঁরা জয়ী হলেন

জঙ্গিপুর লোকসভা

লুৎফল হক (নব কং) ১,০৪,১১০

এই কেন্দ্রে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন—লুৎফল হক (কং)

জঙ্গিপুর বিধানসভা

বদরুদ্দিন আহম্মদ (মুঃ লীগ) ৯১১৯

এই কেন্দ্রে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন—আবদুল হক (আর, এস, পি)

সাগরদীঘি বিধানসভা (তপঃ)

অতুলচন্দ্র সরকার (নব কং) ৬,৮৯৮

এই কেন্দ্রে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন—কুবেরচাঁদ হালদার (বাং কং)

সুতী বিধানসভা

মহঃ সোহরাব (নব কং) ১৯,৫০৪

এই কেন্দ্রে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন—মহঃ সোহরাব (কং)

ফরাক্কা বিধানসভা

জেরাৎ আলি (সি, পি, এম) ১৬,৬৬২

এই কেন্দ্রে গত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন—সাহাদত হোসেন (বাং কং)

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

কাতুখুড়োর নির্ব্বাচনোত্তর স্বস্তিবাচন ঃ—

জনগণমনঅধিনায়িকা জয় হে ভারতভাগ্যবিধাত্রি !
পাঞ্জাব-দিল্লী-মহীশূর-ওড়িশা-আসাম-বিহার-বঙ্গ-
অন্ধ্র-তামিলনাদ-কাশ্মীর-হিমাচল—উত্তাল নবীন তরঙ্গ।
(তব) ইন্দিরা নামে জাগে
তব শুভ দরশন মাগে
তব জয়গান দিন রাত্রি ॥
জনগণমঙ্গলকারিণি জয় হে ভারতভাগ্যবিধাত্রি।
জয় হে জয় হে জয় হে ॥
বিরাট ঝুঁকিতে সহসা ঘোষিত একাত্তরী নির্বাচনী কথা।
স্বতন্ত্র-জনসংঘ-আদিকং-সি, পি, আই সচকিত সবে যথা তথা।
(চলে) হত্যার উল্লাস বঙ্গে,
রণভেরী বাজিল রঙ্গে,
(ভোটে) সি, আর, পি—মিলিটারি সান্ত্রী ॥
জনচিত্তবিমুগ্ধকারিণি জয় হে গণতন্ত্রমন্ত্র উদ্‌গাত্রি।
জয় হে জয় হে জয় হে ॥
রাজন্যভাতা ও ব্যাঙ্কের নীতিতে সহিয়াছ বিরূপ বাণী।
দৃঢ়মন লয়ে কাটালে সব বাধা নূতন শপথ মনে মানি।
দারুণ দুর্গতি মাঝে
(তব) বিপ্লব-শঙ্খ বাজে,
(দেশ) সমাজতন্ত্র পথযাত্রী ॥
ভোটাহবে সার্থক নেত্রি জয় হে ভারতভাগ্যবিধাত্রি।
জয় হে জয় হে জয় হে ॥
সার্দ্ধত্রিশত যোদ্ধসমাবেশে রহিবে না আর কোন উৎপাত।
বিরোধী-শিবির তাজ্জব হইয়া ফুকারিছে 'আফশোস কী বাত' ॥
(তবে) হাজার পার্টির বঙ্গ
গ্রাসিছে দুঃখ-তরঙ্গ,
(তাই) ধ্বংসপথের যাত্রী ॥
বিপদনিবারিণি অভয়া জয় হে, বিশ্বের শ্রদ্ধার পাত্রি।
জয় হে জয় হে জয় হে ॥

নির্ব্বাচন হয়ে গেল

নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলার সকল স্তরের মানুষের আতঙ্কের সীমা ছিল না। গত ১০ই মার্চ্চ সারা রাজ্যের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ পর্ব্ব সমাধা হয়েছে। শতকরা ৫৫/৬০ ভাগ ভোটদাতা এবারের নির্ব্বাচনে ভোট দিয়েছেন। জেলার অনেক এলাকার ভোটদাতাগণ ভোট দিতে না যাওয়ার দরুণ এবার অনেক প্রার্থী সামান্য ভোটে জয়ী হয়েছেন। ভোটের দিন জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের কাছে মাঝে মাঝে বোমা ফেটেছে। তবুও ভোট গ্রহণ চলেছে। বোমার শব্দ যেন সকলের গা সহা হয়ে গেছে। অনেক কেন্দ্রে পুরুষ অপেক্ষা মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা বেশী ছিল। এই দিন সকল স্থানে সশস্ত্র মিলিটারী গাড়ী প্রদক্ষিণ করেছে। তার জন্যও অনেকে সাহস পেয়েছেন। ডোমকলের এক ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের আগের রাত্রে ব্যালটবক্স ও ব্যালট পেপার চুরি হয়ে যায়। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটি নদীয়া জেলা সীমান্তের কাছাকাছি। খবর পাওয়া মাত্র জেলা কর্তৃপক্ষ নতুন বাক্স ও ব্যালট পেপার দ্রুত সেখানে পাঠিয়ে দেন। এ বছর নতুন পদ্ধতিতে ভোট গণনা হয়। ফলাফল একটু রাত্রে প্রকাশ ও মিলিটারীর প্রহরার দরুণ ভোট গণনা কেন্দ্রে লোকের ভিড় ছিল না।

আবার আগুন ?

গত ১৬ই মার্চ্চ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ উ, মা, বহুমুখী বিদ্যালয়ের কেমিষ্ট্রী ল্যাবরেটরী গৃহে কে বা কাহারা অগ্নি সংযোগ করে। ল্যাবরেটরী গৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত না হইলেও বেশ কিছু ক্ষতি হইয়াছে। অফিসগৃহের নিকট রক্ষিত কিছু বেঞ্চি ও নোটিশ বোর্ড পুড়িয়াছে। বিদ্যালয় গৃহের স্থানে স্থানে অল্প অগ্নি সংযোগের চিহ্নও দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত ১।১২।৭০ তারিখ এইরূপ অগ্নি সংযোগের ফলে বিদ্যালয় অফিসগৃহটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। একটি প্রশ্ন সকলেরই মনে আসিতেছে। এখানকার বালিকা বিদ্যালয় এবং জঙ্গিপুর উ, মা, বহুমুখী বিদ্যালয়ে এই প্রকারের কাণ্ডকারখানা হইতেছে না, অথচ এই বিদ্যালয় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কেন ?

ভারতভাগ্যবিধাত্রী

—অবনীকুমার রায়

সবাইকে চম্‌কে দিয়ে লোকসভায় নবকংগ্রেস কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতাই অর্জ্জন করেন নি, মোট আসনের দুই তৃতীয়াংশের অধিকারী হ'য়ে নতুন সরকার গঠন ক'র্‌তে চ'লেছেন। তাই, আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাদের মনের কথা দু'টো বলি।

ভোটের আগে সব দলই আমাদের স্বর্গসুখ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বর্গসুখের কামনা আমরা করি না। আমরা চাই,—মোটাভাত শাক্‌চচ্চড়ি দিয়ে পেটপুরে খেতে, দু'খানা মোটা কাপড় প'ড়ে লজ্জা নিবারণ ক'র্‌তে, মানুষের মতো বেঁচে থাক্‌তে।

যিনি বিজয়ী দলের নেত্রী হ'য়ে ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণ ক'র্‌তে চলেছেন, তিনি আমাদের সেই আশ্বাসও দিয়েছেন। আশা করা যায় ক্ষমতার মোহে তিনি তা বিস্মৃত হবেন না। এই সেদিনও তিনি ব'লেছেন,—ক্ষমতায় এলে তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহারের কর্মসূচী তিনি অবশ্যই পালন ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন। অবশ্য তিনি এ কথাও ব'লেছেন,—রাতারাতি সবকিছু করা সম্ভব নয়। সময়ের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে সব হবে।

—পর পৃষ্ঠায় দেখুন

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় পৃষ্ঠার জের

স্বীকার করি। তবু বলি,—চব্বিশ বছর ধ'রে যে কটি নির্বাচন আমরা দেখে এসেছি, তাতে সবাই ঐ কথাই ব'লেছিলেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমাদের ভাত-কাপড়ের সমস্যার একটুও সুরাহা হয় নি। তাই, আজ বিপন্ন জনগণ বড় আশা নিয়ে নব কংগ্রেসের গলায় জয়মালা পরিয়ে দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে এই নতুনকে। আশা করা যায়, এবার একেবারে নিরাশ হ'তে হবে না।

ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যবিধাত্রী শ্রীমতী গান্ধী আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,—ভারতের আর্থিক বৈষম্য দূর ক'র্‌বেন, মূল্যবৃদ্ধি রোধ ক'র্‌বেন, বেকারি দূর ক'র্‌বেন, রাজ-রাজাদের ভাতা বিলোপ ক'র্‌বেন,—এক কথায় 'দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার অসমাপ্ত কাজ' তাঁরা সমাপ্ত করার জন্য সত্যিকারের চেষ্টা ক'র্‌বেন। 'রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের একমাত্র লক্ষ্য হইবে জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।'

আমরা আশা ক'র্‌বো,—সত্যিকারের চেষ্টা করা হবে, যাতে আমরা তাঁর সরকারের পরিচালনায় কথঞ্চিৎ সুখ ও শান্তিলাভ ক'র্‌তে পারি।

তাঁর দল যে এতটা সাফল্য অর্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌বে, তা হয় তো তিনি নিজেও কল্পনা ক'র্‌তে পারেন নি। তাঁর দলের শ্রীহরেকৃষ্ণ শুক্লা ব'লেছেন,—'মানুষের এই সমর্থনের গভীরতা সম্বন্ধে আমরাও সম্ভবত সজাগ ছিলাম না। ভবিষ্যতে সমর্থনের যোগ্য হবার চেষ্টা করব।'

শ্রীমতী গান্ধীও ব'লেছেন,—" 'আমায় বিশ্বাস কর।' মানুষ তাঁকে বিশ্বাস ক'রেছে। তিনি ব'লেছেন,—'আমাকে ভোট দাও।' মানুষ তা দিয়েছে। নিজেদের নিঃশেষ ক'রে তাঁকে শক্তিশালী ক'রেছে।" সেই জনগণ দেখ্‌তে চায় তিনি কি ক'রে সেই শক্তির ব্যবহার করেন।

আমরা আশা করি, যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা তাঁদের সমর্থন জানিয়েছি, সে বিশ্বাস তাঁরা রক্ষা ক'র্‌বেন। এই প্রত্যাশা নিয়েই ভারতের জনগণ আজ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। এ কথা যেন তাঁরা ভুলে যাবেন না।

শ্রীমতী গান্ধীর যে সমাজতন্ত্রবাদ আজ শুধু 'শ্লোগান' হ'য়েই আছে তা সার্থকতায় পরিণত হোক্, দেশ সমৃদ্ধ হোক্, ইহাই আমাদের কামনা। দেশের লোক তাঁদের জয়যুক্ত ক'রেছে, কারণ, 'গত লোক-সভায় সংখ্যাধিক্যের অভাবে' যে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার এবার একটা সুযোগ তিনি পাবেন।

— ক্রোড়পত্রে দেখুন

* আই, সি, আই পেইণ্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা ঃ—
কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
ফোন নং বহরমপুর ২১৯

চতুর্থ পৃষ্ঠার জের

সেই সুযোগ তিনি পেয়েছেন। আজ তিনি ভারতের গণচিত্ত জয় ক'রে 'ভারত ভাগ্যবিধাত্রী।'

ভারতের জনগণ, শতকরা ৭০ জন আক্ষরিক জ্ঞানবর্জিত হ'লেও আজ তারা আগের চেয়ে অনেক বেশী সচেতন। তারা চায় এমন সরকার, যে তাদের সমস্যাগুলো সমাধান ক'রবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা ক'রবে, দেশকে সর্ব্বনাশের হাত থেকে রক্ষা ক'রবে। আর তা যদি সে না পারে, তবে তাকে চ'লে যেতে বাধ্য করা হবে। সেই রায়ই জনগণ দিয়েছে পূর্ব্বের মন্ত্রীদের অপসারণে, পুরোনো দলপ্রার্থীদের লজ্জাকর পরাজয়ে। তাই বর্তমান নির্ব্বাচনে নতুনের অভিযান।

দল, দলীয়স্বার্থ, রাজনীতি, ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে যাঁরা দিবারাত্রি কামড়া-কামড়ি করেন, তাঁরা দেশের লোকের মঙ্গলের জন্য কতটুকু চিন্তা করার অবকাশ পান? কতটুকু কল্যাণ তাঁরা দেশের লোকের ক'রতে পারেন?

তাই জনগণের রায়ে তাঁরা আজ সরে দাঁড়াতে বাধ্য হ'য়েছেন। জনগণ, তা তারা যতই অশিক্ষিত হোক না কেন, গঠন করে সরকার, আবার ভেঙ্গেও দেয় সেই সরকারকে, যদি তা তাদের বিশ্বাস রক্ষা ক'রতে সমর্থ না হয়।

ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নয়া ভারতের ভাগ্য-বিধাত্রী আগামী দিনের চলার পথে এগিয়ে যাবেন, এই আশাই আমরা ক'রবো। তা না হ'লে তিনিও হয় তো একদিন দূরে সরে যেতে বাধ্য হবেন, worth-less as clay এই বিবেচনায়।

তাই, তাঁর কাছে আমাদের নিবেদন, তিনি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন ক'রে আমৃত্যু ভারতের ভাগ্যবিধাত্রী হ'য়ে থাকুন।

লোহাপুর হাই স্কুলে বোমা নিক্ষেপ ও ল্যাবরেটরী ভস্মীভূত

গত ১লা মার্চ্চ দুপুর ১২টা নাগাদ দুইজন দুষ্কৃতকারী লোহাপুর হাই স্কুলে অকস্মাৎ হেডমাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকদের উদ্যত ছুরি দ্বারা ঘিরিয়া ফেলে এবং চিৎকার না করিতে অনুরোধ জানায়। শিক্ষকগণ তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলে একজন দুষ্কৃতকারী সরিয়া পড়িয়া ল্যাবরেটরী ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িয়া জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এবং আগুন ধরাইয়া বোমা ফাটাইয়া পলায়ন করে। এ দিকে ছাত্রগণ অপর দুষ্কৃতকারীকে তাড়া করিয়া এবং লোহাপুর বাজারের লোকেদের সাহায্যে ধরিতে সমর্থ হয়। তাহাকে পুলিশের হাতে অর্পণ করা হয়।

সংবাদে জানা যায় যে, ধৃত দুষ্কৃতকারী নাকি কয়থা অঞ্চল-প্রধানের পুত্র। বিদ্যালয়ের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। ব্যাপক পুলিশ অনুসন্ধান চলিতেছে।

— সংবাদদাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।